

তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন-পদ্ধতি এবং নবদ্বীপ দর্শন

[পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ]

জগদ্‌গুরু শ্রীকৃপানুগবর ঙ্গ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিকান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদের
পাদপদ্ম রেণুধারী

ত্রিদিগ্‌শ্রামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী
মহারাজ

কর্তৃক সংকলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

১৫ই পৌষ ১৩৯৬ সাল ইং ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ রবিবার

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি।

ত্রিদিগ্‌শ্রামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ-কর্তৃক শ্রীকৃপানুগ
ভজনাশ্রম, ঈশোত্তান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত
ও শ্রীঅর্ণব সাহা কর্তৃক পোড়ামা প্রিন্টিং, ওয়ার্কস, চরস্বরূপগঞ্জ
হইতে মুদ্রিত।

ইংল্যান্ড ও চীনে
সংস্কৃত ভাষা-চর্চা
চর্চা পরিচয়

ভিচার সানসীডহরি প্রিন্ট
কলিকতা

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ ।

তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন-পদ্ধতি ।

ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থে বহু অর্থব্যয় ও কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন । শাস্ত্রেও তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের বিপুল ফল লাভের বিষয় বর্ণিত আছে । ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই বাহাতে সত্য সত্য তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনের ফললাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হ'ন তজ্জন্ম নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য ।

তীর্থযাত্রীগণের মধ্যে কেহবা দেশ ভ্রমণ-পিপাসা ও বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতা লাভের জন্ম, কেহ বা পাপ-নাশ করিয়া পুণ্য সঞ্চয়্যার্থে এবং কেহবা পরমার্থ-লাভেচ্ছায় তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন । শোষোক্ত প্রকার ব্যক্তিগণই সত্য সত্য তীর্থ-ফললাভে কৃতকৃতার্থ হ'ন ।

বাহাতে তীর্থবিদ্যেবী ও ভোগীগণ অপ্রাকৃত সম্পদ-সম্পন্ন তীর্থকে কলুষিত ও শোভাসম্পদ বিধ্বস্ত করিতে না পারে, এ কারণ মায়াদেবী মূঢ় আবরণ ও জাল বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রভুর অপ্রাকৃত শোভা-সম্পদ অক্ষুন্ন রাখিতে সর্ব্বক্ষণ যত্ন করিতেছেন । যে-ভাবে তীর্থ দর্শন করিতে হয়, সেই পদ্ধতি না জানিয়া কেবল কৌতূহল পরিতৃপ্তি ও ভোগবুদ্ধি-প্রণোদিত

হইয়া তীর্থে গমন করিলে মায়া-রচিত বেড়ার বাহিরে থাকিয়াই বঞ্চিত হইয়া ফিরিতে হয়। যেমন সুন্দর সুসজ্জিত বাগিচার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া, বাগিচা-নষ্টকারিগণ ও প্রবেশ-পথানভিজ্ঞগণ বেড়ার কন্টকাদিদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কষ্ট-ভোগই লাভ করিয়া শোভা-সম্পদ দর্শনে বঞ্চিত হ'ন, তুর্দশা-প্রাপ্ত হন। কোন মুখবন্ধ পাত্র-মধ্যে মধু সুরক্ষিত থাকায় মধুমক্ষিকাগণ শতবার চেষ্টা করিয়াও এবং সর্বক্ষণ পাত্রোপরি উপবিষ্ট থাকিয়াও মুখ উন্মুক্ত না হওয়ার মধুর আশ্বাদনে বঞ্চিত হয়; সেই প্রকার তীর্থ মায়া-কর্তৃক সুরক্ষিত থাকায় নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ ও তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ বাতীত ফললাভ ভাগ্যে ঘটতে পারিবে না।

তীর্থদ্বারে পরমকারুণিক সাধুগণ কৃপাপূর্বক সর্বক্ষণ নিজ প্রভুর অপ্রাকৃত শোভাসম্পদ বিতরণার্থে প্রস্তুত আছেন। তীর্থে যাইয়া সর্ব-প্রথমেই দৈত্য ও নিকপট আর্তি লইয়া শরণাগত হইয়া অনুসন্ধান করিলে তিনি যখন কৃপাপূর্বক জীবকে দ্বারোদঘাটন-পূর্বক ভিতরে প্রবেশ করাইয়া সেই অপ্রাকৃত শোভাসম্পদ দর্শন না করাইবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ ধন, জন, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তাদির চেষ্টা-দ্বারা সেই অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন ও সন্ধান লাভ সম্ভবপর হইবে না। অতএব তীর্থে যাইয়া শ্রীভগবানের ও তীর্থেশ্বরের শ্রীচরণে অকপট প্রার্থনা, দৈত্য ও আর্তিযুক্ত শরণাগত হইলে তখন তীর্থ-প্রদর্শনকারী সাধু-দর্শন ও তৎকৃপায় তীর্থদর্শন সম্ভবপর হইবে।

তীর্থে ত্রিবিধ সাধুগণ প্রায় অবস্থান করেন। উত্তম সাধু বা মহাভাগবতগণ তীর্থের যে পাপমোচন শক্তি আছে, তাহা পাপীগণ-ত্যাগ পাপ-দ্বারা আবৃত হইলে, নিজ হৃদয়ে সর্বকণ সেব্যমান ও স্মৃতিশীল ভগবানকে ধারণ করিয়া তাহার অপ্রাকৃত মহাশক্তিশালী পাদপদ্ম-দ্বারা তীর্থকে তীর্থীকৃত করেন। মধ্যমাধিকারীগণ ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা (অতদ্বজ্জ-ব্যক্তিকে অদয়কৃপা) ও দেবীগণকে উপেক্ষাক্রম ব্যতিরেক-কৃপা বিতরণার্থ তীর্থে অবস্থান করেন। কনিষ্ঠা-ধিকারীগণ শাস্ত্র ও সাধুমুখে শ্রুত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ ও নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুগণের সঙ্গ ও কৃপা লাভার্থ তীর্থে গমন ও অবস্থান করেন। ভক্তিদ্বারাই তীর্থের স্বরূপমাধুর্য্য দর্শন ও শ্রীবিগ্রহের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর মাধুর্য্য দর্শন ও উপলব্ধি সম্ভবপর হইতে পারে। সেই ভক্তি আবার সাধুগণের কৃপাব্যতীত অগ্রত্বে কুত্রাপি লাভের সম্ভাবনা নাই। তীর্থযাত্রী-গণের সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা বিশেষ আবশ্যক।

- ১। তীর্থ কাঁহাকে বলে?
- ২। তীর্থের অবস্থান কোথায়?
- ৩। তীর্থ যাত্রার ফল কি?
- ৪। কি প্রকারে সূষ্ঠুভাবে তীর্থ দর্শন করা যায়?
- ৫। তীর্থকৃত অপরাধ ও তৎক্ষালনের উপায়?
- ৬। তীর্থ-সেবার বিধি?

সাধারণতঃ 'তীর্থ'-শব্দে পুণ্যস্থান বুঝায়, এতদ্ব্যতীত তীর্থ-শব্দে বিভিন্ন অর্থও দেখা যায়।

তীর্থত্রিবিধম্—জঙ্গমম্, মানসম্, স্থাবরম্ ।

জঙ্গম-তীর্থ :—

ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নিশ্চলং সৰ্বকামিকম্ ।

যেযাং বাক্যোদ্যকেনৈব শুদ্ধ্যন্তি মলিনো জনাঃ ॥

অর্থাৎ যাঁহাদের বাক্যরূপ বারিতে মলিন জনগণ শুদ্ধ হইয়া থাকে সেই সৰ্বকামিক নিশ্চল ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ)-গণকে জঙ্গম তীর্থ বলে ।

ব্রাহ্মণের চরণ যুগলে ও দক্ষিণ কর্ণে তীর্থ-বাসস্থানই উক্ত হয় । যথা :—

কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেষু সন্তি তীর্থানি যানিবৈ ।

তীর্থানি তানি সৰ্বানি বসন্তি দ্বিজপাদয়োঃ ॥

প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাগাঃ সরিতস্তথা ।

বিপ্রস্ত দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ ॥ (পরামর)

অর্থাৎ কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত তীর্থ আছে, সেই তীর্থ-সমূহ ব্রাহ্মণের পদে বাস করেন । প্রভাসাদি তীর্থ ও গঙ্গাদি নদী বিপ্রের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন, ইহা মনু বলিয়াছেন ।

মানস তীর্থ । অগস্তিরুবাচ ।

শূন্য তীর্থানি গদতো মানসানি মমানঘে ।

যেষু সম্যক্ নরঃস্নাত্বা প্রযাতি পরমাং গতিম্ ॥

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিन्द्रিয়নিগ্রহঃ ।

সৰ্বভূতদয়া তীর্থং সৰ্বব্রাহ্মণমেব চ ॥

দানতীর্থঃ দমস্তীর্থঃ সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে ।

ব্রহ্মচর্য্যঃ পরতীর্থঃ ধৃত্তীর্থঃ পুণ্যস্তীর্থমুদাহৃতম্ ॥

তীর্থানামপি তীর্থানাং পুণ্যহে কারণং শৃণু ।

এতন্তে কথিতং দেবী মানসং তীর্থ লক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ—হে নিম্পাপে ! মানসতীর্থ-সমূহ আমি বলিতেছি শ্রবণ কর, যে তীর্থ-সমূহে মানব সমাক জ্ঞান করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সর্বভূতদয়া, সর্বত্র সরলতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৃতি, ও পুণ্য ইহারা প্রত্যেকটিই এক একটি তীর্থ, মনের পরম-বিশুদ্ধি তীর্থ-গণেরও তীর্থ-সদৃশ। হে দেবি ! এই সকল মানস-তীর্থ-লক্ষণ তোমাকে বলিলাম।

স্বাচর তীর্থ :—ভৌমানামপি তীর্থানাং পুণ্যহে কারণং শৃণু ॥

যাথ শরীরস্তোদেশাঃ কেচিন্মেধাতমাঃ স্মৃতাঃ ।

তথা পৃথিব্যামুদেশাঃ কেচিং পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥

প্রভাবাদবুতাদ্ভূমে: সলিলস্ত চ তেজসা ।

পরিগ্রহাণুগুণীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা ॥

অর্থাৎ এখন ভৌম-তীর্থ-গণের পুণ্যত্বের কারণ শ্রবণ কর। যেমন শরীরের মধ্যে কোন কোন অঙ্গ (শির প্রভৃতি) পবিত্রতম বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ পৃথিবীর মধ্যেও কোন কোন অংশ পুণ্যতম ক্রান্ত হয়। ভূমির প্রভাব, জলের প্রভাব এবং মণিগণের স্বীকৃতির দ্বারা তীর্থ-গণের পুণ্যতা স্মৃত হয়। অর্থাৎ কোন কোন স্থানের অলৌকিক প্রভাব থাকায় তাহা

তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। কোথাও বা জলের প্রভাব থাকায় তীর্থ হয়—যেমন গঙ্গা প্রভৃতি; আবার কোন ক্ষেত্র মুণি-মহাজন-গণের বাসস্থান হওয়ায় তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়।

স্বাবর তীর্থ:—যথায় শ্রীভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত পাদপদ্মের স্পর্শে ও কৃপায় অপ্রাকৃত গুণশালী ও মহাকৃপাপর হইয়া জীবের পাপ ও ত্রিতাপ নষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর **শ্রীধাম**—শ্রীভগবানের অবতার-প্রকটকালে শ্রীগোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীভগবান্কে প্রকটিত করিতে তৎপূর্বের কৃপা-পূর্বক ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়া শ্রীভগবানের লীলা প্রকটন করেন। অনুসঙ্গফলে জীবের অনন্ত-কোটি-জন্মার্জিত পাপ-তাপ-রাশি ধ্বংস করিয়া নিজ প্রভুর অপ্রাকৃত পাদপদ্ম প্রদান করিতে মহাশক্তি প্রকটিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের সর্বশক্তিই সাধু-কৃপাকে লক্ষ্য করিয়া সেই অপ্রাকৃত কৃপাশক্তির প্রকটন করেন।

তীর্থদর্শনের ফল—

অগ্নিষ্টোমাদিভির্ঘজ্জৈরিষ্টা বিপুল দক্ষিণৈঃ ।

ন তং ফলবাপ্নোতি তীর্থভিগমনেন যঃ ॥

তীর্থান্ভ্যাস্থ্যরন্ ধীরঃ শ্রদ্ধাধানঃ সমাহিতঃ ।

কৃত পাপো বিশুদ্ধোত্য কিং পুনঃ শুদ্ধককর্ম্মকং ॥

তির্যাগ্‌যোনিং নবৈ-গচ্ছেৎ কুদেশে ন চ জায়তে ।

ন দুঃখীশ্চাং স্বর্গভাক্ চ মোক্ষোপায়ং চ বিন্দতে ॥

(কাশীখণ্ডে)

বিপুল দক্ষিণা-সহকারে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের যাজন করিয়াও সেই ফল প্রাপ্ত হয় না,—যাহা তীর্থ-গমনে লাভ হইয়া থাকে। অশ্রদ্ধাধীন ধীর ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে তীর্থ-স্মরণেও পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া থাকেন, সুতরাং শুদ্ধকর্মকারীর ফল সম্বন্ধে কি কথা? তীর্থে গমন করিলে তীর্থ্যাগ্‌যোগিতে গমন হয় না, কুদেশে জন্ম হয় না, বা ছুঃখের ভাগী হয় না, কিন্তু স্বর্গভাগী হয় ও মোক্ষোপায় লাভ করিয়া থাকেন।

তীর্থফল-ভাগী কে?

অদাস্তিকো নিরারম্ভো লঘু-আহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ

বিমুক্তঃ সর্বসঙ্কেষঃ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥

অকোপনোহমলমতিঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ ।

আত্মোপমশ্নুভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥

অশ্রদ্ধাধীনঃ পাপাত্মা নাস্তি কোহচ্ছিন্নসংশয়ঃ ।

হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চোক্তে ন তীর্থফলভাগিনঃ ॥

(কাশী খণ্ডে)

যাঁহারা দাস্তিক নহেন, বহু-আহার শু করেন না, লঘু-আহারশীল, জিতেন্দ্রিয়, সর্বসঙ্গমুক্ত, অকোপন, নির্মলমতি, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত ও সর্বপ্রাণীতে আত্মতুল্য দর্শনকারী, তাঁহারা ই তীর্থফল লাভ করেন; আর অশ্রদ্ধাধীন, পাপিষ্ঠ, নাস্তিক, সন্ধি-রচিত ও হেতুনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও তীর্থ-ফল লাভ করে না।

কি প্রকারে স্মৃষ্টভাবে তীর্থ দর্শন হইবে ?

ধনবান্ ব্যক্তি মাথ্রেই তীর্থ-গমনে সমর্থ ; কিন্তু চক্ষুচক্ষে
কি দর্শন হইবে ? ধাম-দর্শন বা ভগবদ্দর্শনের চক্ষু থাকা
চাই ; নচেৎ অর্থব্যয় ও কায়ক্লেশ ব্যর্থ হইবে । ভগবান্
বা ভগবদ্ধাম জড়নেত্রের গোচরীভূত হন না ; তজ্জন্ম ধাম-
মাহাত্ম্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

‘ব্রহ্মপুর’ বলি প্রতিগগ যাকৈ গায় ।

মায়ামুক্ত চক্ষে তাহা মায়াপুর ভায় ॥

সর্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন ।

যাহা নিত্য লীলা করে শ্রীশচীনন্দন ॥

ব্রজে সেই ধাম গোপগোপীগণালয় ।

নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস রয় ॥

জগন্নাথ মিশ্র-গৃহ পরম পাবন ।

মায়াপুর মধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন ॥

মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে কুদ্রাগার ।

জড়ময় ভূমি, জল, দ্রব্য যত আর ॥

মায়া কুপাকরি জাল উঠায় যখন ।

আঁখি হেরে সুবিশাল চিন্ময় ভবন ॥

কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-কৃপা যোগ্যতা-কারণ ।

জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন ॥

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাগ্রিঃ ।

পতিত-পাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥

কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় ।

এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ?

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন ।

দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ ॥



বৈষ্ণব চরণ জল প্রেমভক্তি দিতে বল,

আর কেহ নহে বলবন্ত ।

বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মন্তকে ভূষণ বিণু,

আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥

তীর্থজল পবিত্রগুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,

সে-সব ভক্তির প্রবঞ্জন ।

বৈষ্ণবের-পাদোদক, সম নহে এই সব,

যাতে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,

সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ ।



ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতি :—

মন তুমি তীর্থে সদা রত ।

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাকী, অবন্তিয়া,

দ্বারাবতী আর আছে যত ॥ ১ ॥

তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,

মুক্তিলাভ করিবার তরে ।

সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,

চিত্ত স্থির, তীর্থে নাহি করে' ॥ ২ ॥

তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,

শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর ।

যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত,

সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥ ৩ ॥

যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই,

কি লাভ হাঁঠিয়া দূরদেশ ।

যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,

সেই স্থানে আনন্দ আশেষ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে,

সলিল তথায় মন্দাকিনী ।

গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,

আবিভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥ ৫ ॥

বিনোদ কহিছে তাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,

বৈষ্ণব সেবন মোর ব্রত ॥ ৬ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবও শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর দর্শনান্তে
বলিয়াছেন :—

‘প্রভু বলে,—গয়া-যাত্রা সফল আমার ।

বতক্কে দেখিলাও চরণ তোমার ॥

তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তুরে পিতৃগণ ।

সেই,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে’ সেই জন ॥

তোমা’ দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ ।

সেইক্ষণে সর্ববন্ধ পায় বিমোচন ॥

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান ।

তীর্থে'রো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান ॥" (শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।১০) ঋষ্মরাজ যুধিষ্ঠির বিহুরকে

বলিতেছেন—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো ।

তীর্থীকুবব'ন্তি তীর্থ'ানি স্বান্তঃস্থেন গদাভূতা ॥

এ স্বামিটীকা—ভবতাপ্ত তীর্থ'টিনং ন স্বার্থং কিন্তু তীর্থ'ানু-
গ্রহার্থ' মিত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি । মলিন জন সম্পর্কেণ তীর্থ'ানি
অতীর্থ'ানি সন্তি । সন্তঃ পুনঃ তীর্থী কুব'ন্তি । স্বান্তঃ মনঃ
তত্রস্থেন স্বস্তান্তস্থিতেন বা ।

অর্থঃ—আপনাদিগের তীর্থ'টিন নিজ-স্বার্থে' নহে, কিন্তু
তীর্থ'ানুগ্রহার্থ' ; যোহেতু মলিনজন-সম্পর্কে তীর্থ'সকল অতীর্থ'
হইয়া যায় । সাধুগণ পুনরায় তাহাদিগকে তীর্থে' পরিণত
করেন । তাহা কি প্রকারে হয় ?—তদ্বত্তরে বলিতেছেন, —স্বীয়
অন্তঃকরণস্থিত গদাধারী ভগবানের পবিত্রতা বলে পাপীদিগের
পাপমলিন তীর্থ'সকলকে সাধুগণ পুনরায় পবিত্র করেন ।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১৬ শ্লোকে দেখা যায়—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধধানস্ত বাসুদেবকথারুচিঃ ।

স্বান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ'নিষেবণাৎ ।

হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! বিষ্ণুতীর্থে'র সেবা (পরিক্রমাদি)
অথবা সদ'গুরু-সেবাকালে এবং সজ্জন কৃষ্ণভক্ত-সেবাদ্বারাই
সাধুগুরু শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধানু ব্যক্তির ও ভগবৎকথা শ্রবণে

অভিলাষি জনগণের শ্রীহরি-কথায় রুচি জন্মিয়া থাকে।

বৈষ্ণবাচার্য্য ও' বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্বক্ত্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিবৃতিঃ—ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ই পূণ্যতীর্থ এবং ভগবদ্ভক্তের অধিষ্ঠিত ভূমিও পূণ্যতীর্থ নামে কথিত হয়। এই দুই প্রকারের তীর্থ হইতে উদ্দীপন-যোগে হরিকথায় রুচি হয়। তীর্থ-সেবা ব্যতীত রুচ্যাৎপাদনের অপর কারণ—মহতেব সেবা।

অতএব উক্ত যুক্তি-সকলের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে—তীর্থ অপেক্ষা বৈষ্ণব-সঙ্গ শ্রেষ্ঠ। তীর্থ-দর্শন করিতে হইলে বৈষ্ণব সঙ্গেই করা কর্তব্য।

এজন্যই মহাজন গাহিয়াছেন :—

গৌর আমার, যে সব স্থানে করল ভ্রমণ সঙ্গে !

সে সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়িভকত সঙ্গে ॥

তীর্থের সেবা দুইটি—একটি জন অপরটি শ্রীবিগ্রহ। কোন তীর্থের নদী-হ্রদাদিতে স্নানই একমাত্র কৃত্য ; আর কোথায়ও বা শ্রীবিগ্রহের দর্শন। তীর্থ-জল সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের পূর্বোক্ত উক্তি জ্ঞান যায় যে,—ভগবদ্ভক্তি থাকিলে তীর্থ-স্নানাদি কিছুই বাকী থাকে না। শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু নিরন্তর নান-গ্রহণকারী নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুরহরিদাসকে বলিয়াছেন,—

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান ॥

নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।

দ্বিজ-ভ্রাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥

কর্মজড়-ভোগী জীবের তীর্থস্নানাদি হস্তিস্নানবৎ বৃথা হয়।

কারণ পাপনাশ-মানসে তীর্থস্নান করিয়া পুনরায় পাপকার্যো
প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিয়া
ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলে পাপ নাশ জন্ম কোন চিন্তাই থাকে না।
আনুযায়িকভাবে উহা নষ্ট হয়, উপরন্তু ভগবৎ-প্রেম লাভ হইলে
পরমানন্দ ও পরাশান্তি লাভ ঘটে। এজন্য

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,

সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ১০।৮৪।১১-১২ শ্লোকে শ্রীভগবানের

উক্তিতে দেখা যায় :—

ন হৃন্ময়ানি তীর্থানি ন দেবামৃচ্ছিতাময়াঃ।

তে পুনর্য্যকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥

নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারণা

ন ভূর্জলং খং শ্বসনোহথ বায়ুনঃ।

উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং

বিপশ্চিতো ব্রতি মুহূর্ত্তসেবয়া ॥

ইহলোকে জলময় ক্ষেত্র-সমূহ বস্তুতঃ ‘তীর্থ’-পদবাচ্য ; কিন্না
ময় ও শিলাময় বিগ্রহ- সকল ‘দেব’ পদবাচ্য হয় না ; যেহেতু
তীর্থ ও দেবগণ সেবকগণকে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন, পরন্তু
ভবাদৃশ সাধুগণ দর্শনকালেই মানবগণকে পবিত্র করায়
আপনারাই বস্তুতঃ তীর্থ ও দেব-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। অগ্নি,
সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, ক্ষিত্তি, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মন-
ইহাদের উপাসনা দ্বারা ভেদ-বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষের পাপ নষ্ট হয় না ;

১৪ সাধুসঙ্গের ফল তীর্থস্নান ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন অপেক্ষা অধিক
কিন্তু ভেদজ্ঞানশূন্য তত্ত্বজ্ঞানিগণ মুহূর্তকাল সেবায়ই সেবকের
পাপ নষ্ট করিয়া থাকেন।

শ্রীবিগ্রহদর্শনও মাংসদৃষ্টি ব্যক্তির পক্ষে কঠিন।
শ্রীবিগ্রহে চিহ্নবুদ্ধি—সাক্ষাৎ ব্রজেনন্দন বুদ্ধি না হইলে
বাস্তবিক বিগ্রহ দর্শন হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন—

“ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্তন্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্লীরন্তে চাস্ত্র কৰ্ম্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”

অর্থাৎ সেই উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সর্ববস্তুর সৃজনকারী ভগবানের
দর্শন হইলে মায়ার বন্ধন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্বসংশয় নাশ
হয় এবং কৰ্ম্মসকল ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু ভগবদ্বিগ্রহ দর্শনে
সে রূপ কার্য্য না হইলে বাস্তবিক দর্শন ঘটিল না। তজ্জন্ত
শ্রীমদ্ভাগবতে পুনশ্চ বলিতেছেন—

কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চয়াং দেবক্ষুযাম্।

দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্লাপাদার্চনাদিকম্ ॥ (ভাঃ ১০।৮৪।১০)

অল্পতপা মনুষ্যাগণ প্রতিমাকেই দেবতাস্বরূপে দর্শন
করিয়া থাকে, তাহাদের ভাগ্যে যোগেশ্বর সাধুগণের দর্শন,
স্পর্শন, প্রশ্ন, প্রণাম ও পাদার্চনাদির অধিকার লাভ সম্ভব
হয় না।

ক্লগকাল সাধুসঙ্গের ফল প্রতিমা-দর্শন ও তীর্থস্নান অপেক্ষা
অনেক অধিক। বন্ধজীবের তীর্থ-দর্শন বা শ্রীবিগ্রহ-দর্শন অপেক্ষা
সাধুসঙ্গের উপযোগিতা অধিক। কারণ, তীর্থ বা শ্রীবিগ্রহ
অপরাধের কথা বলিয়া দেন না, আর সাধুগণ জীবের দুষ্কৃতি-
নাশের উপায় বলিয়া দেন।

শ্রীবিগ্রহের বাস্তবিক দর্শন লাভ ঘটিলে কতদূর
সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহা শ্রীরূপপ্রভু শ্রীভক্তিরসামুদ্রসিন্ধুতে
বর্ণনা করিয়াছেন—

শ্বেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাঃ সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিঃ
বংশীচ্যুতধরকিশলয়ামুজ্জলাং চন্দ্রকেণ !
গোবিন্দাখ্যাং হরিতলুমিতঃ কেশীতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেহস্তুি রঙ্গঃ ॥

হে সখে ! যদি তোমার স্ত্রীপুত্রাদি বান্ধববৃন্দসহ সঙ্গ
করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে তুমি এই কেশীতীর্থসমীপে
অবস্থিত নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ,—যাহা ত্রিভঙ্গশূন্দর,
বঙ্কিম, বিশাল নয়নবিশিষ্ট, অধরপল্লবে বংশী সুশোভিত
শিখিপাচ্ছে সমুজ্জল, সেই শ্রীবিগ্রহ অবলোকন করিও না।
তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীগোবিন্দের শ্রমূর্ত্তিদর্শনে অন্তর বিরাগ
হইবে।

বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্নমণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে ॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন ॥
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রশূত ইথে নাহি আন।
যেবা অঙ্কে করে তাঁরে প্রতিমা-হেন জ্ঞান ॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন শ্লোকও আলোচ্য—

যশ্চান্নবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।

যন্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচ্চিচ্ছনেহভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যাঁহারা বাতপিত্ত কফময় এই শবতুল্য দেহকে পরম-
প্রেমাস্পদ আত্মা, স্ত্রীপুত্রাদিকে আত্মীয়, পার্থিব প্রতিমাদিগকে
পূজনীয় দেবতা এবং নৃত্যাদিস্থিত জনকে তীর্থ বলিয়া মনে
করেন, কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব সাধুগণকে তাদৃশ মনে করেন না,
তাঁহারা গো এবং গর্দভ উভয় সাধুগণ্যহেতু গো এবং গর্দভ
পদবাচ্য অথবা গরুর তৃণাদি ভারবাহী গর্দভ ॥

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীশু রুদ্র নরমতিবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোৰ্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থৈহম্বুবুদ্ধিঃ ।

শ্রীবিষ্ণোনোম্নি মন্ত্রে সকল কলুষাহে শব্দ সামান্যবুদ্ধি-

বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে ভদিতরসমধীর্যশ্চ বা নারকী সঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্ৰহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল
মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জনবুদ্ধি,
সকল কলুষবিনাশী বিষ্ণু-নাম মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি, এবং
সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী ।

শ্রীবিগ্রহই—অর্চাবতার ; এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত
বিষয়গুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য ।

“শ্রভগবান্ জীবের নিকট পাঁচ প্রকারে প্রকাশিত হ'ন ।”

(১) পরতত্ত্ব, (২) ব্যুতত্ত্ব, (৩) বিভবতত্ত্ব, (৪) অন্তর্যামিতত্ত্ব
এবং (৫) অর্চাবতার ।

১। পরতত্ত্ব—বৈকুণ্ঠে বিরাজমান তুরীয় বস্তু পরমেশ্বর—
সর্বজীবাবাদ্য ভগবান্ । পরতত্ত্ব—বাসুদেব, পরাংপরতত্ত্ব—
বলদেব, পরতম পরাংপরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ ।

২। ব্যুৎপত্ত্ব—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ ।
এই চতুর্ব্যুৎপত্ত্ব একটাই জিনিষ ।

৩। বৈভবতত্ত্ব—রাম-নৃসিংহাদি অবতার ।

“যদা যদা হি ধর্মশ্চ গ্রামির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ।

ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥” (গীতা ৪।৭-৮)

৪। অন্তর্যামিতত্ত্ব—পরমাত্মা ।

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।”

৫। অর্চাবতার—নিত্যনাম-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট ভগবদ্ভি-
গ্রহের প্রাকৃত জীবের মঙ্গলের জন্য লোকলোচনে স্থূল অর্চাকারে
প্রকটিত—করুণাময় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ।

জগতে একই কালে ব্যক্তিবিশেষের নিকট দ্বিপাদ দর্শন,
ত্রিপাদ দর্শন ও চতুষ্পাদ দর্শন সম্ভব নহে । বহির্জগতে
আমরা ১৮০° অংশ মাত্র দর্শন করি ; আর বাকী ১৮০° অংশ
পশ্চাৎদিকে আমাদের অগোচর থাকে ।

খগোলেরও আমরা অর্দ্ধভাগ দর্শন করি, আর অর্দ্ধগোল
আমরা দেখিতে পাই না । সুতরাং দ্রষ্টৃশূত্রে এক কালে এখানে
ত্রিপাদ দর্শনের কথা আমাদের নিকট অজ্ঞাত । একপাদ
ভূমিকায় অর্থাৎ বর্তমান পরিদৃশ্যমান জগতে এককালে পূর্ণবস্তুর

দর্শন হয় না। ভগবানের চাঁর প্রকার প্রকাশ-ভেদের কথা না জানলে আমরা পূর্ণ জ্ঞানের কথা জানতে পারি না। একই সময়ে ভগবানের চাঁর প্রকার দর্শন ভগবৎকৃপায়ই সম্ভব হ'তে পারে। একেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণ চতুষ্পাদের দর্শন করতে পারেন। ভগবান্ চতুর্বাহু প্রকটিত হ'য়ে একই সময়ে তাঁর চাঁর প্রকার চতুষ্পাদ-দর্শন প্রকাশিত করেন। কিন্তু বেদান্তের 'উৎপত্তাসম্ভবাবিকরণ' উক্ত পাদের শঙ্কর-শারীরক ভাষ্যে সেই চতুষ্পাদ দর্শনের কথা আক্রান্ত হ'য়েছে। অবিচিন্ত্য শক্তিময় ভগবান্ যুগপৎ চতুর্গা প্রকাশিত হ'য়েও তাঁর অদ্বয়ত্ব পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেন। সর্বশক্তিমান ভগবান্ জীবের হ্রায় খণ্ডিত বা অপরের দ্বারা পরিমাপযোগ্য বস্তু ন'ন যে তিনি চতুর্দ্বা প্রকাশিত হ'লেও তাঁর অদ্বয়সত্ত্বা সংরক্ষণে অসমর্থ হ'য়ে পড়বেন।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্তো বিদুঃ ।

একম্ মহতঃ শ্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্ ।

তৃতীয়ং সর্ববভূতস্থং তানি জ্ঞাতা বিমুচ্যতে ॥

ব্রাহ্মতত্ত্বের পর তৃতীয়—বৈভবতত্ত্ব ।

সৌভাগ্যবন্ত জনগণের নিকট ভগবান্ মংগ্য-কর্ন্য-রাম-নৃসিংহাদি নৈমিত্তিক অবতাররূপে যথাকালে আবির্ভূত হ'ন। বৈভব দর্শনের যোগ্যতা সম্প্রতি আমাদের সাধারণ জীবের হয় না। এ'জ্ঞ্য অন্তর্য্যামি পরমাত্মসূত্রে ভগবান্ আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হ'য়ে আমাদের চেতনায় বৃদ্ধি উন্মেষিত করেন। তা'তেও যোগ্যতা না হ'লে

পঞ্চম অধিষ্ঠানের অর্চাবতার শৈলী, দারুময়ী, লেপ্তা, লেখ্যা প্রভৃতিরূপে জগতে প্রকাশিত হন। এই বস্তুটী বৈভবতত্ত্বের হ্যায় প্রকটকালীয় তত্ত্ব মাত্র ন'ন। কিন্তু আমাদের হ্যায় ভাগ্যহীনের নিকট পরম উপযোগী ও করুণাময়। অর্চাবতারের সঙ্গে অপর চার প্রকার তত্ত্বের কোন ভেদ নাই, কেবল তাঁদের মধ্যে বিলাসবৈচিত্র্য মাত্র বর্তমান। অর্চাবতার জীবের মনের কারখানার কোন কাল্পনিক সামগ্রী ন'ন। কিন্তু ভগবানের নিজ নিত্য রূপের, নামের, গুণের ও লীলার মূর্ত্ত অবতার।

মূর্ত্তিগঠনকারী (Iconographer) ও মূর্ত্তিধ্বংসকারী (Iconoclast) উভয়েই কোন না কোনপ্রকারে পৌত্তলিক। বিষ্ণুর অর্চামূর্ত্তির উপাসকগণ সেইরূপ পৌত্তলিকগণের আক্রমণের বস্তু ন'ন। কারণ তাঁহারা Iconographer-এর হ্যায় মূর্ত্তি কল্পনা করেন না, বা Iconoclast-এর হ্যায় মূর্ত্তি ধ্বংস বা বিসর্জন করেন না। তাঁরা 'কাঠের ঠাকুর' 'মাটির ঠাকুর' দর্শন করে আপনাদিগকে ভোগময় দার্শনিকের অন্তর্গত বিচার করেন না।

চেতন-ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি হ'বে—কর্ণে ভগবৎকীর্তন প্রবিষ্ট হ'লে। কর্ণে ভগবৎকীর্তন প্রবিষ্ট হ'লে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন, বাক্, পাণি প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়-গুলিই সংশোধিত, সংযমিত ও সংপথে চালিত হ'বে। চেতনময় কীর্তন কর্ণে প্রবিষ্ট হ'লে বহির্দর্শন ও জড়হস্তের স্পর্শ হ'তে পরিত্রাণ লাভ করে পূর্ণবস্তুর দর্শন লাভ হবে।

ভগবদ্বস্তুর দর্শন, আরাধনা প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্তমানে ভগবদ্বস্তুর দর্শন হচ্ছে না। বহির্জগতের দর্শন, 'ভগবদ্দর্শন' নয়। ভগবান্ প্রকাশিত হ'লে প্রকাশ-বাধ ইন্দ্রিয় সকল আর বাধা প্রদান করতে পারে না। সেই বাধা একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই অপসারিত হ'তে পারে। শ্রবণফলে জীব ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ও ভগৎকুপালাভের অধিকারী হয়—“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।”

ভগবন্মূর্ত্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণ প্রকাশ পরতম তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহ্যসম্পাদিত কোন বস্তু কিংবা কাল্পনিক রূপক পদার্থের সঙ্গে সমতা-প্রদর্শনের জন্য আবির্ভূত হ'ন না। শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সকল রসেরই কথা পূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় বিশ্ব হ'তে গৃহীত বিচারে বাসুদেবকেই পরতত্ত্ব ব'লে বিচার করা হয়। বাসুদেবের সহিত মহালক্ষ্মীর, সীতা-রামে প্রভৃতি উপাসনার কথাও প্রচারিত আছে। কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা ব্যতীত রসের পরিপূর্ণতা কোথাও পাওয়া যায় না। শাস্ত্র, দাস্ত্র এবং গৌরবসখ্যাক্টের দ্বারা ভগবানের উপাসনা অপেক্ষা বিশ্রম্ভাবস্থায় ব্রজবালকগণ সর্ব্বারাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বক্কে পদবিক্ষেপ, উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্ট প্রীতিভরে প্রদানাদি প্রীতিময়ী চেষ্টাই অধিকতর সেবাময়ী। শ্রীভগবান্কে পিতামাতা-ভাবে সেবা গ্রহণ অপেক্ষা পুত্রত্ব-বিচারে পিতামাতারূপী সেবকগণ নিত্যকাল ভগবানের সৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্যোৎকর্ষময়ী বিশ্রম্ভ-সেবা শ্রেষ্ঠ। আবার গোপীগণের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সর্ব্বতোভাবে

কৃষ্ণানুশীলন আদর্শে সকল রসের যুগপৎ পূর্ণাবস্থান প্রকটিত।
বালকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা উক্ত কিশোর-কৃষ্ণের উপাসনা
অধিকতর চমৎকারিতাময়ী।

“অনর্থোপশমঃ সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে”—এই বাক্য
হইতে আমরা জানিতে পারি—অধোক্ষজের সেবায় অনর্থনিবৃত্তি।
এই জ্ঞাত অধোক্ষজ—চতুর্ভূজ। তিনি তাঁহার সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা
জীবের অনর্থ নিবৃত্তি বা অনর্থ ছেদন করিয়া থাকেন। অধোক্ষজ
বস্তুতে মর্যাদা বিচার আছে। অপ্রাকৃতের বিচারে অনর্থ নাই;
সম্যক্ অনর্থোপশান্তির পর অপ্রাকৃতের বিচার উপস্থিত হয়।
অপ্রাকৃত—দ্বিভূজ-মুরলীধর। তিনি বিশ্বস্ত্রের সহিত সেবা। ‘পর,
বৃহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চা’—এই বিচারে পরতত্ত্ব—একমাত্র
কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। পরতত্ত্বেই ‘অপ্রাকৃত’
শব্দ প্রযোজ্য। বৃহ ও বৈভব তত্ত্বে—অধোক্ষজ-শব্দ, অন্তর্যামি-
তত্ত্বে—অপরোক্ষশব্দ এবং অর্চাতত্ত্বে—পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ-শব্দ
প্রযোজ্য।

সাধারণ আধ্যাত্মিক নৈতিক বিচারে—জাগতিক প্রত্যক্ষ
দর্শনের অনুমানোখ জ্ঞানের প্রতিফলনে যে শ্রীরাধাগোবিন্দের
উপাসনা পরম হেয় বলে দৃষ্ট হয়, সেই বিকৃত, প্রতিফলিত
হেয় বিচারকে বিনষ্ট ক’রে যে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা একমাত্র
বাস্তব পরমোপাদেয়ত্ব প্রদর্শন ক’রেছেন, সেই শ্রীরাধা-গোবিন্দের
উপাসনার আলোচনা যাঁরা করেন, তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।
তাঁদের আরাধনা করাই—সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য। কেবল ভগবানের
পূজায় পূর্ণতা সাধিত হয় না। তাতে বাকী থেকে যায়।

ভগবদ্ভক্তের পূজায়ই ভগবানের পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়। অতএব শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের পূজা করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের দর্শন ও পূজা দ্বারাই পূজা ও দর্শনের পূর্ণতা ও সুষ্টুতা হয় এবং পূর্ণ ফল লাভ হয়।

“আমি ভগবান্কে দেখিব”—ইহার নাম সন্তোগবাদ বা অভক্তি, আর “আমি ভগবান্কে দেখাইব,—যে রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে” ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তিনি দেখেন না, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাঁহার ভাল লাগে, তিনি তাহা দেখেন। (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপা বিভাবিত দৈন্য-বিভূষিত সেবা-প্রার্থীর অকিঞ্চনের রূপেই শ্রীভগবানের তুষ্টি, উক্ত রূপে শ্রীবিগ্রহের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া সেবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভক্তের আনুগত্যময়ী কৃপোদ্ভাবিত দৃষ্টিতেই সুষ্টু ভগবদর্শন সম্ভব হয়।

“অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥” (শিক্ষাষ্টক)

তোমার নিত্য দাস মুই, তোমা পাসরিয়া।

পড়িয়াছো ভরণ্যবে মায়া বদ্ধ হঞা ॥

কৃপা করি’ কর মোরে পদধূলি-সম।

তোমার সেবক, করেঁ। তোমার সেব ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩৩-৩৪)

শ্রীবিগ্রহ-সেবা পুতুল-পূজা নহে—অরূপের রূপ-কল্পনাই পৌত্তলিকতা। যাঁহার নিত্যরূপ আছে, তাঁহার নিত্যরূপ প্রকটিত হইলে তাহা পৌত্তলিকতা নহে। নির্বিশেষ-বাদিগণ

অরূপের ‘রূপ’ কল্পনা, অশব্দের ‘শব্দ’ কল্পনা করেন বলিয়াই তাঁহাদের একরূপ কল্পনা পৌত্তলিকতা নামে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কারণ তাঁহাদেরই উক্তি—“সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা” কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিত্য, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-রূপের নিত্য সেবক। সেই নিত্যরূপেরই অবতারস্বরূপ যে শ্রীবিগ্রহ বৈষ্ণবগণের নিত্যপূজার বস্তু, তাহাতে পৌত্তলিকতার আরোপ হইতে পারে না।

কেহ কেহ তাঁহাদের কল্পিত পূজ্যবস্তুর স্তব, স্তুতি, নাম প্রভৃতি আলোচনাকে পৌত্তলিকতা বলিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু শ্রীবিগ্রহ সেবা দেখিলেই তাহাকে পুতুল পূজা মনে করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে প্রমাণিত হয়,—স্থূল মূর্তির আয়তন বা শব্দেরও রূপ আছে। শব্দ যে কেবল অক্ষরাকারে প্রকাশিত হইয়া রূপ গ্রহণ করে, তাহা নহে; শব্দরূপে প্রকাশিত থাকিয়াও তাহার রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে চক্ষু দ্বারাই যে “সকল রূপ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু বা ভাব সকলই রূপ-বিশিষ্ট দৃষ্ট হইবে, তাহা নহে; কর্ণ-দ্বারা, নাসিকা-দ্বারা বা জীবের যে কোন ইন্দ্রিয়-দ্বারা যাহা গ্রাহ্য হয়, তাহাই রূপ-বিশিষ্ট।” যে সকল শব্দ আমাদের প্রাকৃত কর্ণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, যে সকল ভাব আমাদের মন বা বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় বা মাপিয়া লওয়া যায়, সেই সকলই ‘পুতুল’ এবং ঐরূপ অবস্থায় আমরা ‘পৌত্তলিক’। দ্বিতীয়তঃ—রেখাসমষ্টির দ্বারাই অক্ষর বা বর্ণ প্রকাশিত হয়; রেখার বিভিন্ন অঙ্কন-বৈচিত্র্যই ব্রাহ্মী, খরোষ্ট্রী, সান্স্কী ও পুন্ডরাসাদি প্রভৃতি লেখ-প্রণালী (script)

রূপে জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সকল লেখ-প্রণালীতে বিভিন্ন ধর্মের যে সকল উপদেশাদি নিবন্ধ আছে, তাহাও শ্রীমূর্তিসেবকগণের প্রতি পৌত্তলিকতার দোষারোপকারী ব্যক্তিগণের যুক্তি-অনুসারে পুতুল বা পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। যদি রেখার অঙ্কন বর্ণ বা শব্দ পুতুল না হয়, তাহা হইলে রেখা দ্বারা অঙ্কিত আলেখ্যই বা পুতুল বলিয়া গৃহীত হইবে কি-রূপে? জাগতিক অক্ষরগুলির আকারের নিত্যরূপ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা স্থূলমূর্তি ভগ্ন করিয়া অক্ষর, শব্দ বা ভাবমাত্রের প্রতি সম্মান দেখাইয়াও ‘প্রচ্ছন্ন পুতুল পূজক’। বৈষ্ণবগণ প্রাকৃতের অপ্রাকৃত আকার-স্বরূপ নিত্য অক্ষর ও নিত্য শ্রীমূর্তি—উভয়েই স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত অক্ষর, অপ্রাকৃত শব্দ, অপ্রাকৃত ভাব ও মূর্তিতে কোন ভেদ নাই। এই জন্যই শ্রীমমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—‘প্রণব’ যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্তি” (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৪) ও “প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন”। (চৈঃ চঃ মঃ ৫।৯৬)

অপ্রাকৃত অক্ষর গোলোকের অবতারঃ—প্রণব নিত্য বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাহাই জগতে সেই অক্ষর মূর্তিতে অবতীর্ণ; শ্রীমূর্তিও তদ্রূপ। তাহা নির্বিশেষবাদী পৌত্তলিকগণের হ্রায় শব্দাকারে বা অক্ষরাকারে কল্পিত কোন প্রতিমা (পুতুল) নহে। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের পূজিত অধোকজ শ্রীমূর্তি ও শ্রীনাম—উভয়েই নিত্যধামের শ্রীমূর্তি ও শ্রীনামের অপ্রাকৃত অবতার।

বিপ্রলম্বভাবোন্মত্ত ব্যক্তিগণের শ্রীমূর্তি দর্শনঃ—
“অক্ষজ জগতে অধোকজ বস্তুর দর্শন ঘটতেছে না

অথচ সেই অধোক্ষজ-দর্শন আমাদের করিতেই হইবে। সেই অভাব পূরণের জগুই গোলোকস্থ নিত্য শ্রীবিগ্রহের জগতে শ্রীমূর্তি-রূপে অবতারণা। বিরহ-পীড়িত ব্যক্তি যেরূপ বিরহাস্পদের আলেখ্য বা কোন প্রতিভূ-বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-বিরহ-ব্যথিত ব্যক্তিও সেইরূপ অধোক্ষজ-অবতার শ্রীমূর্তি সেবা-অবলম্বন করিয়া থাকেন। জগৎ বদ্ধজীবের কারাগার ও জড়ভেদের রাজ্য বলিয়া এখানে স্বরূপের সহিত আলেখ্য, চিত্র বা মূর্তির ভেদ বর্তমান। কিন্তু অধোক্ষজ-বস্তুর যে সকল নিত্যবিগ্রহ এ জগতে প্রকটিত, তাহা বস্তুর স্বরূপের সহিত জড়-ভেদ-বশ্যে অবস্থিত নহে। নিত্যবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-বিরহে পীড়িত হইয়া ভাগবতগণ শ্রীমূর্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেখানে বিরহরূপ সেবানুখতার প্রফুল্লিত পরাকাষ্ঠা, সেখানে মাপিয়া লইবার চেষ্টা বা সন্তোষ-স্পৃহা হইতে উদ্ভূত জড়-ব্যবধানের কোন কার্য্যই নাই। শ্রীমূর্তিকে ‘পুতুল’ করা (?) বা ‘পুতুল’ ধারণা করা, কৃষ্ণকে ভোগ করিবার বা মাপিয়া লইবার স্পৃহা হইতে উদ্ভূত হয়।”

প্রবাসগত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি:— এক সময় শ্রীকৃষ্ণ সুদূর-প্রবাসে অবস্থিত থাকিবার লীলা আবিষ্কার করিয়া উদ্ধবের দ্বারা শৈব্যার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন—“হে দেবি শৈব্যো! তোমরা কোন প্রকারে বিরহ-তাপ সহ্য করিবে; তোমরা আমার প্রতিমা প্রকাশ করিয়া সেবা কর, আমি ২৩ দিনের মধ্যেই তথায় আগমন করিতেছি।” দ্বিত্বের প্রিয়সখি দিনে: সেব্যতাং দেবি শৈব্যো যাত্তামি তং প্রণয়চটল জয়গাডম্বরণাম্ ॥ (উ:নী:মণি:) উহা বিরহব্যথিত ভাগবতগণের শ্রীমূর্তি-দর্শনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন

সর্বস্বতরী কৃষ্ণ গৌরাঙ্গলীলায় । আবির্ভূত মায়াপুরে নিত্য
নিজালয় ॥ মহানস্কৃত জীবে করুণা করিতে । প্রকটিল
ভৌমলীলা মহাচমৎকৃতে ॥ সাগরসমুদ্র সহস্রযোজন পরিমত ।
বৃন্দাবন, গোলোক, পরব্যোম, দ্বীপশ্বেত ॥ নবদ্বীপ, মায়াপুরে
জগন্নাথালয় । সর্বপ্রকারেতে সর্বধাম শ্রেষ্ঠ হয় ॥ অসংখ্য
প্রভুর ভক্ত যথা বিলাময় । জাহ্নবীর পূর্বতটে মায়াপুর হয় ॥
কলিতে উপাস্ত সেই কৃষ্ণগৌরহরি । নবধা ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা
করি ॥ নিগম যাহারে ব্রহ্মপুর বলি' গায় । পরব্যোম শ্বেতদ্বীপ
চিদানন্দময় ॥

শ্রীধাম নবদ্বীপের স্বরূপ

তিলকশোভিতা গঙ্গাজল শুক্লাধরা । কাঞ্চনচম্পকাতাসা রসোল্লাস-
পরা ॥ কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর-রসে সম্মোহিনী । শোভা পায়
গৌরাটবী গৌরাঙ্গমোহিনী ॥ সুরেন্দ্র বৈভবযুতা যথা তরুণ ।
মহারসময়ী ভক্তি-বনিতা রঞ্জন ॥ বিজ্যংকোটি প্রভাময়ী রাধা-
আলিঙ্গিত । নবজলধর শ্যাম-ধ্যানে সমাহিত । ইন্দ্রনীলমণি
বৃক্ষগণ নানামত । পূরট ফটিক পদ্মরাগ-বিনির্মিত ॥ রত্নবেদী
যেখানে ঝঙ্কারে অলিগণ । শুক পীক ময়ূরের অপূর্ব দর্শন ॥
পদ্ম-পুষ্প-সুশোভিত নানা সরোবর । সেই নবদ্বীপ ধামে প্রকৃতিব
পর ॥ নানা কেনি নিকুঞ্জমণ্ডলে সুশোভিত । নানা সরোবর শাপী
তড়াগ মণ্ডিত ॥ নানা গুল্ম লতা ক্রমমণ্ডপে বেষ্টিত । নানাজাতি
খগমৃগদ্বারা উল্লসিত ॥ গৌরনারায়ণ-লীলাশক্তি প্রকটিত ।

জ্যোতির্মায়া ধামে বহু স্থান বিরাজিত ॥ “চিং-চক্ষু খুলে যা'র
শ্রীগুরু-কুপায়। ধামের স্বরূপ সেই দেখিবারে পায় ॥ উৎকট
বাসনা যদি ভক্তহৃদে হয়। ভক্তিয়োগে কহু স্বপ্নে, ধ্যানে দেখা
পায় ॥” “নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। যথা জন্মিলেন
শ্রীগৌরচন্দ্রভগবান ॥”

নবদ্বীপের ভক্তিপীঠ ও বিষয়াশ্রয়

১। আত্মনিবেদন ক্ষেত্র (অমৃতদ্বীপ) মায়াপুর হয়। শ্রীবামন
বলিরাজ ৬ বিষয় আশ্রয় ॥ ২। শ্রবণাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীসীমন্ত
দ্বীপ। শুকদেব পরীক্ষিত বিষয়াশ্রয় স্বরূপ ॥ ৩। কীর্তনাখ্য-
ভক্তিপীঠ শ্রীগোক্রম হয়। শ্রীশুক, শ্রীসুত হন বিষয় আশ্রয় ॥
৪। স্মরণাখ্য-ভক্তিপীঠ মধ্যদ্বীপ হয়। শ্রীহসিংহ প্রহ্লাদ হন
বিষয় আশ্রয় ॥ ৫। শ্রীপাদ-সেবন ভক্তিপীঠ কোলদ্বীপ।
শেষশায়ী, লক্ষ্মীদেবী বিষয়াশ্রয় রূপ ॥ ৬। অর্চনাখ্য-ভক্তিপীঠ
ঋতুদ্বীপ হয়। শ্রীবিষ্ণু, পৃথুরাজ হন, বিষয় আশ্রয় ॥
৭। বন্দনাখ্য-ভক্তিপীঠ জহ্নু দ্বীপ হয়। শ্রীকৃষ্ণ, অক্রুর হন
বিষয় আশ্রয় ॥ ৮। দাস্তাখ্য-ভক্তির পীঠ মোদক্রম হয়।
রামচন্দ্র, হনুমান বিষয় আশ্রয় ॥ ৯। সখ্য-ভক্তির পীঠ
শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ হয়। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, সুদামাদি বিষয়াশ্রয় ॥
বন্দাবনে আছে যত বন উপবন। শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থান কে করে
গণন ॥ নবদ্বীপে যে সকল আছে স্থানে স্থানে। গৌররূপে
কৃষ্ণলীলা প্রকট কারণে ॥ ষোলকোশ নবদ্বীপে ষোড়শ-প্রবাহে।

মধ্যে গঙ্গা বেড়ি পঞ্চদশ নদী বহে ॥ শ্রীযমুনা, সরস্বতী, বিষ্ণাধরী,
বয়। তাম্রপর্ণী, কৃতমালা ব্রহ্মপুত্র ত্রয় ॥ সরযু, নর্মদা, সিন্ধু,
গোমতী, কাবেরী। দীর্ঘ, প্রস্থে সদা বহে সহ গোদাবরী ॥ পরস্পর
ছেদি নববিধ করি ছেদ। এক নবদ্বীপে নববিধ করে ভেদ ॥
উৎকট বাসনা যদি ভক্ত-হৃদে হয়। সর্বদ্বীপ সর্বধারা দর্শন মিলয় ॥
কভু স্বপ্নে, কভু ধ্যানে, কভু দৃষ্টি-যোগে। ধামের দর্শন পায়
ভক্তির সংযোগে ॥ অপ্রাকৃত ধাম প্রাকৃত পরিমাপ নয়। বিভূ
অনন্ত হৈয়াও পরিচ্ছিন্ন হয় ॥ লীলা অনুরূপ-ভাবে রূপ প্রকটিয়া।
নিত্যকাল অবস্থিত সেবার লাগিয়া ॥

অন্তর্দ্বীপের তথ্য—“দ্বাপরে ঐশ্বর্য্যমদে ব্রহ্মাবিমোহিত।
চুরি করে কৃষ্ণ-সখা বংশ-সহিত ॥ বুঝিয়া আপন দোষ হই অন্ততপ্ত।
আকর ব্রহ্মার স্থানে পুছে নিজ হিত। মূলব্রহ্মা হরিদাস তাঁরে
কৃপা করি। ‘গৌর অবতার কথা কহে মায়াপুরি ॥ সে-লাগি
তথায় যাই করহ যতন। তাঁর কৃপাবলে হবে সফল জীবন ॥’
হরিদাস কৃপালভি ব্রহ্মা এথা আসি। আরাধন আত্মনিবেদন-
ক্ষেত্রে বসি ॥ প্রসন্ন হই’ বর দিল তাহার সাধনে। প্রকট-
কালেতে হ’বে বাজার পূরণে ॥ ‘তোমা-দেহে হরিদাস হবে
অধিষ্ঠান। তাহার সংস্পর্শে হ’বে অতীষ্ট পূরণ ॥ অভিমান ভয়ে
যাহ ঋচিকের স্থান। তাহার কৃপায় হবে ‘শ্লেচ্ছ-যবন’ ॥ নিগম
শাস্ত্রেতে কর আমার বর্ণনে। সর্বাতীষ্ট লাভ হবে, নামের
ভজনে ॥ হরিদাস সম্পর্কেতে ব্রহ্ম সম্প্রদায়। স্বীকার করিব
আমি মধ্ব-মত যা’য় ॥ বলিরাজ প্রহ্লাদাদি পূর্ণ মনোরথ।
হরিদাস কৃপালাভে হইবে কৃতার্থ ॥” এই অন্তরের কথা

ব্রহ্মাকে কহিলা । সেই হেতু অন্তরীপ নাম খ্যাত হইলা ॥
বিনা আত্ম-নিবেদন শ্রীধাম-দর্শন । সকল বিফল হবে বৃথায় ভ্রমণ ॥
শরণাগত হই' অন্ম ভক্তি সাধিলে । নববিধা ভক্তি বলে প্রেমধন
মিলে ॥

মহাযোগপীঠে বসি' যোগমায়া দেবী । আকর্ষি আনিলা যত
ভক্ত, গৌর-সেবি ॥ একত্র করিলা সর্ব প্রভু ভক্তগণে । সবার
সেবার লাগি সৃষ্টু সুবিধানে ॥ সকল ভক্তেরে আনি' যথাযথ-
স্থানে । পরিপূর্ণ সেবাযোগ্য অপূর্ব বিধানে ॥ অভিন্ন গোকুল
ধাম নিত্য অধিষ্ঠিত । যোগপীঠে শচীগৃহে কৈলা আবিভূত ॥
সর্বভক্ত-সহ মহাপ্রভুর মিলন । অপূর্ব বিধানে সর্ব কৈল সমাধান ।
নিজ সঙ্গীগণে আনি' কীর্তন করিয়া । সঙ্কীর্তন-পিতা প্রভুর প্রকট
লাগিয়া ॥ মহামহোৎসব কৈল প্রভু-প্রকটিয়া । গ্রহণের ছলে
ভক্তে কীর্তন করিয়া ॥ তবে গৌরহরি সর্বভক্তে কৃপা করি ।
শচীর অঙ্গনে আবিভূত গৌরহরি ॥ যশোদা, দেবকী, পুষ্টি,
কৌশল্যা, অদिति । দেবহুতি শচীমার মধ্যে অবস্থিতি ॥
সুতপা, কণ্ঠপ, দশরথ, নন্দরাজ । বসুদেব জগন্নাথমিশ্রেতে বিরাজ ॥
ব্রজের বলাই আর মূল সঙ্কর্ষণ । শ্রীলক্ষ্মণ নিত্যানন্দে হৈল
অধিষ্ঠান ॥ বিশ্বরূপে রামচন্দ্র, বলাই (বাসুদেব) সঙ্কর্ষণ ।
শ্রীচৈতন্যে সর্বস্বাংশ, অবতারগণ ॥ সর্বঅবতার গৌররসাস্বাদেচ্ছ-
গণে । যোগমায়া একত্রিত করিল বিধানে ॥ গৌরাবির্ভাবেতে
সর্ব গৌর-রস-সুখা । সর্বভাবে সর্বভক্তে মিলন সর্বথা ॥
মহামহোৎসব হৈল শচীর অঙ্গনে । অসংখ্য ভক্তের মিল কেহ
নাহি জানে ॥ গৌররস লভি' সবে উন্মত্ত হইয়া । মহানন্দে মত্ত

হৈল গৌর-রস পিয়া' ॥ মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে ।
 সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে ॥ “ঈশোত্তান”-নামেতে শ্রীরাধার
 কানন । মাধ্যাহ্নিক লীলা করে শ্রীশচীনন্দন ॥ বনস্পতি বৃক্ষলতা
 নিবিড় দর্শন । নানা পক্ষী গায় যথা গৌর গুণগান ॥ সরোবর,
 শ্রীমন্দির, অতি শোভা পায় । হিংগা, হিরক, নীল, পীত,
 মণিভায় ॥ সরস্বতী ঠাকুরের কিছু শিষ্যগণ । মঠ মন্দিরাদি কৈলা
 প্রচার-কারণ ॥ (১) শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ । শ্রীকৃপানুগ-
 ভজনাশ্রমে করিয়া বিরাজ ॥ শুদ্ধভক্তি গ্রন্থরাজি করি প্রকাশিত ।
 চিত্র-প্রদর্শনী, শ্রীমূর্তি আসি প্রকটিত ॥ অনুসন্ধান কেন্দ্রাদি করিয়া
 স্থাপন । করিবারে সর্ব-প্রশ্ন সমুত্তর দান ॥ (২) গৌরান্দ্র
 গোড়ীয় মঠ (শ্রী)সার মহারাজ । (৩) সারস্বত গোড়ীয় মঠ (শ্রী)সান্ত
 মহারাজ ॥ (৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ শ্রীনধুসূদন । (৫) (শ্রী)যাযাবর
 মহারাজের মঠ-স্থাপন ॥ (৬) শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে (শ্রী)মাধব
 মহারাজ । (৭) নন্দনাচাৰ্য্য ভবন (শ্রী)গোস্বামী মহারাজ ॥ (৮)
 ইস্কন্ মঠ বেদান্ত স্বামীর স্থাপিত । (৯) মহা যোগপীঠ সবেব'পরি
 বিরাজিত ॥ (১০) শ্রীবাসঅঙ্গন আর (১১) শ্রীঅদ্বৈত ভবন ।
 (১২) গদাধর-অঙ্গনাদি করুন দর্শন ॥ (১৩) শ্রীচৈতন্য মঠ
 প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত । চৈতন্যের বাণী যথা হ'তে প্রকাশিত ॥
 কৃপানুগ মহাপ্রেমরত্ন প্রকাশিতে । সর্ববিধ সর্বচেষ্টা গৌরান্দ্র-
 ভজিতে ॥ অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব চৈতন্যের দান । শুদ্ধভক্তি
 প্রচারিতে অপূর্ব বিধান ॥ “চিত্রপ্রদর্শনী-প্রদর্শকাদি গ্রন্থেতে ।
 প্রকাশিত আছে তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবেতে ॥” ঘাটত্রয়, গঙ্গানগর, শ্রীধর-
 অঙ্গন । মুরারি গুপ্তের পাট পৃথুকুণ্ড-স্থান ॥ কাজীর সমাধি

আর মারামারি স্থান। পৃথুকুণ্ড, 'বল্লালসেনের টিপি'-নাম ॥
 রাধাকুণ্ড তট কুঞ্জাবলী ঈশোত্মান। যোগপীঠ অভিন্নগোকুল
 মহাবন ॥ বৃন্দাবন-রাসস্থলী—শ্রীবাসঅঙ্গন। শ্রীব্রজপত্তন-অভিন্ন
 শ্রীগোবর্দ্ধন ॥ শ্রীচৈতন্যমঠ রাধাকুণ্ডাভিন্নস্থান। কাজীবাড়ী—
 মথুরা, নিকটে মধুবন ॥ তন্নিকটে—তালবন, মারামারি-স্থান।
 পাড়ডাঙ্গা—সট্টিকার স্বরূপ বর্ণন ॥ জয়দেব-ভিটা, আর যষ্টি-তীর্থ স্থান।
 বল্লালদীঘি—পৃথুকুণ্ড করুন দর্শন ॥

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ-শ্রবণাখ্য-ভক্তিপীঠ :—

শিবমুখে গৌরগুণ পার্শ্বতী শুনিয়া। গৌর-পাদপদ্ম ভজে
 একান্ত হইয়া ॥ গৌরানন্দ-দর্শন পাই তাঁর পদধূলি। সতীত্ব গৌরবে
 সিমন্তেতে নিল তুলি ॥ আবরণী-বিক্ষেপিনী-বৃত্তি আবরিয়া।
 ভকত সেবায় নিজ শক্তি নিয়োগিয়া ॥ শ্রবণাখ্য ভক্তিীরীতি যতেক
 সম্ভার। স্মৃষ্ট সন্নিবেশ করি' ভকত সেবার ॥ শুকদেব, পরীক্ষিত-
 আদি ভক্তগণে। সেবা-লাগি আকর্ষিয়া সেবেন যতনে ॥
 শিবমুখাগত, নিজকর্ণে প্রবেশিত। বাসুদেব-কথা যাহা আগমে
 বর্ণিত ॥ নীলাম্বর চক্রবর্তী শচীমার পিতা। জ্যোতিষে সেবেন
 গৌরগুণ তত্ত্ব কথা ॥ তপস্বী ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধির কারণ। একপক্ষ
 বিশ্বদলে কৈলা শিবার্চন ॥ গৌর-বাল্য-সখ্য-বর লভিয়া শিবের।
 সখ্যরসে সেবে হৈয়া গৌর-পরিকর ॥ রক্তবাহ দৌরাহ্ম্যেতে
 নীলাচলপতি। এথায় আসিলা সহ দয়িতা-সংহতি। গৌরহরি-
 লীলারস আশ্বাদ করিতে। শবরডাঙ্গাতে বলদেবাদি সহিতে ॥

(৩) **শ্রীগোক্রমবীপ বা গাদিগাছা। কীর্তনাখ্য ভক্তিপীঠ :-**

সুরভীয় 'গো' আর কল্পতরুর 'ক্রম'। কীর্তনাখ্য ভক্তিপীঠ নাম শ্রী'গোক্রম' ॥ স্থূল-সূক্ষ্ম-চেতনের পালনের শক্তি। কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানের সর্ববশ্রেষ্ঠ-ভক্তি ॥ সর্ববশক্তি সঞ্চারের অক্ষয় সরোবর। নিত্যানন্দ মহাজন মহাশক্তিধর ॥ দৃঢ়-শ্রদ্ধাবান-জনে দিতে প্রেমধন। পাতিয়াছে নামহটু জীবের কারণ ॥ ভক্তিরত্নাকর হ'তে মহারত্ন ধন। লৌল্য-মূল্যে বিকাইতে করিলা রক্ষন ॥ বেদ-কল্পতরু-পক্ষ-ফল হেথা আনি। আপামরে বিলায়েন নিত্যানন্দ ধনী ॥ সত্যযুগে সুবর্ণসেন নামেতে নৃপতি। নারদ-কুপায় দেখে গৌরান্দ-মূর্তি ॥ শ্রীগৌর-লীলাতে তিনি বুদ্ধিমন্ত খান। প্রভুর বিবাহে কৈল বিবিধ সেবন ॥ স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে রাধাকুণ্ড সেবা। ভকতিবিনোদ প্রভু দেখে কুঞ্জশোভা ॥ শ্রীরাধা-কৃষ্ণেতে দেখে গৌর-গদাধর। রূপানুগভজনের ভজনচতুর ॥ দেবরাজ ইন্দ্র আর শ্রীমার্কণ্ড ঋষি। সুরভী-কুপায় হেথা ভজে গৌর-শশি ॥ হরিহর ক্ষেত্র—হেথা 'মহাবারাগসী'। শম্ভু-গৌরী গৌর-গুণ গান' হেথা বসি ॥ শ্রীনৃসিংহদেব হেথা গৌরভক্তগণে। বিঘ্ন বিনাশিয়া সদা পালেন যতনে ॥ কীর্তন-স্মরণ-ভক্তি-পীঠ-স্থানে বসি'। রক্ষণ, পালন করি' সেবে গৌরশশি ॥

(৪) **শ্রীমধ্যবীপ বা মাজদিয়া। স্মরণাখ্য ভক্তিপীঠ :**

ব্রহ্মদেশে সপ্তঋষি গৌরান্দ ভজিল। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তেজ গৌরান্দে দেখিল ॥ বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত উপল-গৃহেতে। গণেশাদি দেব গৌরে পূজে নিজ হিতে ॥ নৃসিংহ-কুপায় বিঘ্ননাশি' দেবগণ।

ভোগবুদ্ধি ছাড়ি' করে গৌরাজ ভজন ॥ গোমতীর তীরে সদা
নৈমিষ কাননে । শৌনকাদি ঋষি গৌর-ভাগবত শুনে ॥
বৃষ ছাড়ি শিব দ্বরা হংসের বাহনে । ঋষিগণ সঙ্গে গৌর-
ভাগবত শুনে ॥ ব্রাহ্মণ-পুঙ্কর—দিবদাস বিপ্র হেথা সর্বতীর্থ-
সনে । পুঙ্করতীর্থেই দেখে বহু আৰ্ত্তি মনে ॥ হাটডাঙ্গা—
কুরুক্ষেত্র স্থান, হেথা সর্ব দেবগণ । উচ্চ-সঙ্কীৰ্তনে করে
গৌরগুণ গান ॥

(৫) কোলদ্বীপ—অপরাধ ভঞ্জনের পাট (বর্তমান সহর নবদ্বীপ)
পাদসেবন-ভক্তিপীঠ :—

সরস্বতী, মন্দাকিনী, যমুনা সহিত । মানসগঙ্গা, ভোগবতী
পঞ্চ মিলিত ॥ মহা প্রয়াগেতে ব্রহ্মা সহ ঋষিগণ । কোটিকোটি
মহাযজ্ঞ কৈলা অনুষ্ঠান ॥ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, বসতি বা
স্মানে । মৃত্যুভয় ছাড়ি যায় গোলোক-বন্দাবনে ॥ সত্যযুগে বাসুদেব
নামেতে ব্রাহ্মণ । বরাহ-রূপ দেখে গৌরে পর্বত প্রমাণ ॥ যে মূর্তি
ব্রহ্মার যজ্ঞে আবির্ভূত হৈল । দ্রষ্ট্রাগ্রে হিরণ্যাক্ষ বধ যে বরাহ
কৈল ॥ পাদসেবন—শ্রীমূর্তি-দর্শন স্পর্শন-অনুব্রজন । পরিক্রমা,
তীর্থস্নান, ভক্তের সেবন ॥ লক্ষ্মীদেবী শেষশায়ী চরণ, সেবিল ।
তার কৃপাবলে গোষ্ঠবিহারী পাইল ॥ অপরাধভঞ্জন—গোপাল-
চাপাল দেবানন্দাদি অপরাধী । উদ্ধারিল গৌরহরি অপরাধ
শোধি ॥ বিদ্যানগর হতে গোপনে গৌরশশি । মাধবের গৃহে
এথা রহিলেন আসি ॥ যত অপরাধী ছিল সব উদ্ধারিল ।
'অপরাধভঞ্জন-পাট' তাই নাম হৈল ॥ মহারাসস্থলী—গঙ্গার-
পুলিনে রাস পট্টের কীর্তনে । মহারাসস্থলী হেথা, যথা বন্দাবনে ॥

ধীরসমীর—যমুনার তীরে যথা ধীর-সমীর । সর্বতীর্থ বিরাজিত
নবদ্বীপ পুর ॥ **ভজনকুটীর** কৈল জগন্নাথ দাস । গৌর-আবির্ভাব
স্থান করিলা নির্দেশ ॥ গোড়ীয় মঠের তিন সন্ন্যাসী এথায় ।
শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাদি কৈল মঠত্রয় ॥

(৬) **ঋতুদ্বীপ বা রাতুপুর**—অর্চনাখ্য-ভক্তি-পীঠঃ—

বসন্তাদি ছয়ঋতু, ঋতুদ্বীপে বসি । স্বপ্রভাবে নিত্য হেথা
সেবে গৌরশশি ॥ পৃথুমহারাজ পঞ্চরাত্রের বিধানে । অর্চনে
নিষ্ঠায় বৈধভক্তির সাধনে ॥ ভাগবতমার্গে শুদ্ধরাগের সেবনে ।
নিষ্ঠাময়ী অর্চনের কৈল প্রবর্তনে ॥ অর্চনে স্মৃষ্টুতাপূর্ণ করি
জয়দেব । শ্রীরাধাগোবিন্দ-ভাব-সেবার প্রভাব ॥ **সমুদ্রগড়**—
“সমুদ্র, গঙ্গার বাঞ্ছা করিতে পূরণ । সমুদ্রগড়েতে গৌর দিলেন
দর্শন ॥” “শ্রীসমুদ্র সেন রাজা ভীমে পরাজিল । কৃষ্ণেতে গৌরাজ্ঞ
দেখি কৃতার্থ হইল ॥” **চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটী**ঃ—চাঁপাফুলে
রাধা-কৃষ্ণ করিয়া পূজন । রাধা-কৃষ্ণে পাইল বিপ্র গৌরদরশন ॥
খদির-বনের কামলেখা সখি এবে । দ্বিজবাণীনাথ গৌর-গদাধর
সেবে ॥ চম্পকলতিকা সখী চাঁপাফুল দিয়া । রাধা-কৃষ্ণে সেবে
নিত্য এথায় রহিয়া ॥ মানস-গঙ্গার তীরে গোচারণ স্থল । সখাসব
কৃষ্ণ গায়, করি নানা ছল ॥

(৭) **জহ্নুদ্বীপ বা জাহ্নগর** । বন্দনাখ্য ভক্তি-পীঠঃ—

অভিন্ন ভূদ্রবন জহ্নুমুনি-তপঃস্থান । ভগীরথ গঙ্গা আনি করিল
প্লাবন ॥ ভগীরথ হুঃখী, গঙ্গা পান কৈলে মুনি । জানু হ’তে গঙ্গা
দিলে তার স্তব শুনি ॥ ভীষ্মদেব মাতামহ স্থানেতে রহিলা । কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ-ভক্ত-তত্ত্ব মাহাত্ম্য শুনি ॥ শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভীষ্ম যে রসে সেবিল ॥

গৌর-কৃপায় রসের উৎকর্ষ লভিল ॥ ভীষ হেথা নিত্য থাকি
গৌর গুণ গায়। সেই হেতু ভীষটীলা নাম সবে কর ॥

শ্রীবিজ্ঞানগর :—সারদাপীঠ, সর্ববিজ্ঞা-পীঠ এস্থান। অবিজ্ঞা-জয়ে
বিজ্ঞানাভ করে ঋষিগণ ॥ নির্বিশেষ-বান্দ দোষে ভক্তিবাধা হয়।
নামসঙ্কীর্ণনে শুদ্ধ হলে' ভক্তি পায় ॥ বৃহস্পতি দেবগুরু গৌরকৃপা
লোভে। সার্বভৌম দেবসভা ছাড়ি (এথা) জন্ম লভে ॥ মহাপ্রভু
বাচস্পতি গৃহেতে রহিয়া। অসংখ্য জীবেরে কৃপা কৈল প্রেম দিয়া ॥

(৮) **মোদক্রম দীপ বা ঝামগাছি। দাস্ত-ভক্তি-পীঠ :—**

অভিন্ন ভাগীরথন মোদ-বুদ্ধি স্থান। বনবাসে রামচন্দ্র বড়
প্রেমিত হন ॥ দাস্তভক্তি মিলে হনুমানের কৃপায়। মুরারি গুপ্তের
কৃপায় গৌরদাস্ত পায় ॥ নারায়ণীদেবীর পুত্র বৃন্দাবন দাস।
শ্রীচৈতন্যভাগবত যে কৈল প্রকাশ ॥ গুরুপীঠ, ব্যাসপীঠ, নৈমিষ
গোড়েতে। গৌর-নিত্যানন্দ মূর্ত্তি আছে প্রতিষ্ঠিত ॥ শ্রীমদনগোপাল
বাসুদেব প্রতিষ্ঠিত। ব্রজের গোপাল গায়ক মধুব্রত ॥ জীব-পাপ
লই চায় নরকভুঞ্জিতে। এমন বান্ধব কেবা আছে এ জগতে ॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দ শাস্ত্র-মুরারি প্রতিষ্ঠিত। শিষ্য কৈলা যিনি, মৃতে
করিয়া জীবিত ॥ বৈকুণ্ঠ-দারকা-নাথে নারদ দেখিল। রামভক্ত
বিপ্রে গৌর চতুর্ভুজ দেখাইল ॥ পঞ্চপাণ্ডব বনবাসে এথা থাকি।
'কৃষ্ণ-বলরামে'—'গৌর নিত্যানন্দ' দেখি ॥ রামচন্দ্রপুর বা দেয়ানগঞ্জ
নাম। রামভক্ত মিশ্র গৌরচন্দ্রে দেখে রাম ॥

(৯) **শ্রীরুদ্রদীপ—সখ্য-ভক্তিপীঠ (রুদ্রপাড়া) :—**

একাদশ-বাহু রুদ্র অষ্টমূর্ত্তি সহিত। বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়
আচার্য্য বিদিত ॥ শ্রীধরস্বামীর রূপে টীকা বিরচিত। রুদ্র-দীপে

ভজি কৈলা জগতের হিত ॥ রুদ্রদেব-নৃত্য গীতে গৌরতুষ্ট হৈলা ।
 আবির্ভাব শুভবাক্তা তাহারে কহিলা ॥ সখ্য-ভক্তিপীঠে অর্জুনাদি
 গৌরব-সখা । বিশ্রান্ত-সখ্যোতে সেবে যত ব্রজসখা ॥ ভারুইডাঙ্গাতে
 ভরদ্বাজ বিরচিত । যে সূত্র শুনিয়া গৌর হইল হর্ষিত ॥ নবদ্বীপ
 পরিক্রমা সুরীতে করিলে । মহাশক্তি পঞ্চাঙ্গ-ভক্তির ফল ফলে ॥
 বৈকুণ্ঠস্থ নবদ্বীপ শ্বেতদ্বীপে স্থিতি । গৃহী—স্বর্গে, ব্রহ্মচারী—
 জন, মহ—গতি । বাণপ্রস্থী—তপো, সন্ন্যাসীর—সত্য প্রাপ্তি ॥

চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ডের পর অষ্ট আবরণ । ধরণী, বারি, তেজ, বায়ু,
 আকাশাদি স্থান ॥ অহঙ্কার, মহত্ত্ব, স্বরূপ, প্রকৃতি । বিল,
 ভৌম, দিব্য স্বর্গ উপরেতে স্থিতি ॥ তত্বপরি বিরজা ব্রহ্মলোক
 অবস্থিত । তত্বপরি শ্রীবৈকুণ্ঠ—নারায়ণ সেবিত ॥ তত্বপরি
 অযোধ্যা—শ্রীরামচন্দ্র স্থান । তত্বপরি বারকা, কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণ-ধাম ॥
 তত্বপরি মথুরা, পূর্ণতর কৃষ্ণধাম । গোকুল, বৃন্দাবন, গে বর্দ্ধন,
 পূর্ণতম ॥ সর্বোপরি রাধাকুণ্ড প্রকোষ্ঠের স্থিতি । গৌর, কৃষ্ণ
 ধামদয় যথা অবস্থিতি ॥ পঞ্চতত্ত্ব, গদাধর সহ গৌরহরি ।
 বিরাজিত প্রকোষ্ঠদ্বয়েতে শ্রীহরি ॥ সেই গৌরধাম এথা নিত্য
 বিরাজিত ॥ প্রকটাবতার কালে তাহা হৈল প্রকাশিত ॥ নিত্যকাল
 লীলা হেথা করে গৌররায় । কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে
 পায় ॥ বৈকুণ্ঠস্থ শ্বেতদ্বীপ নবদ্বীপ স্থিতি । প্রভুপাদ প্রকটিল
 ভজনসুরীতি ॥

গৌর জন্মস্থান বিভ্রাটঃ—নিত্য সত্য ব্যাপারেতে মতদ্বৈত
 নয় । মৎসরতা, অপস্বার্থ হিংসা হেতু হয় ॥ দোষ চতুষ্টয়শূণ্য
 মহাজন বাণী । সত্য নির্দ্বারণে মাত্র এই সত্য মানি ॥

শাস্ত্রমণ্ডে নিতাসিদ্ধভাবে প্রকাশিত। ধামের স্বরূপ-তত্ত্ব করিলা
বিদিত ॥ জগন্নাথদাস, গৌরকিশোর, ভক্তগণ। শ্রীধাম-
প্রকটকারী সিদ্ধ মহাজন ॥ মায়াপুরে যোগপীঠ, শ্রীবাসগঙ্গন।
অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞ তা' কৈল নির্ধারণ ॥ কাজীর বাড়ী অজ্ঞাপি
আছে বর্তমান। যথা কাজী-উদ্ধারিল শ্রীশচীনন্দন ॥ কাজীর
সমাধি-পরি শ্রীহস্ত-রোপিত। গোলোক-চম্পক বৃক্ষ আছে
বিরাজিত ॥ কাজীর উদ্ধার-দিনে শ্রীশচীনন্দন। সদ্ধীর্ঘন সহ
যান' কাজীর ভবন ॥ নদী-পার কথা কোথা না আছে বর্ণনে।
এতলোক সজ্জটসহ গেলেন কেমনে? গৌর জন্ম-কালে সরকারী
মানচিত্র। তার মধ্যে নদী, স্থান, আছেয়ে চিহ্নিত ॥ গঙ্গাপার
হইবার আবশ্যক তাহায়। কোন মতে নাহি হয় যাইতে তথায় ॥
'প্রাচীন মায়াপুর' বলি' অঙ্গে যেথা কয়। বাবলাড়ি-দেওয়ানগঞ্জ
তার নাম হয় ॥ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেওয়ানের নামে।
রামচন্দ্র-মন্দির তিনি করেন সেখানে ॥ রামচন্দ্র-পুর বলি
সর্বপরিচিত। কাক্‌ডার মাঠ বলি তাহা সুবিদিত ॥ রামচন্দ্র-
মন্দির তথা ছিল বিজ্ঞমান। রামচন্দ্র ধামমধ্যে তাহার গণন ॥
নিমাইর জন্মস্থান যদি তথা হ'ত। গৌরপুর নাম তার অবশ্য
হইত ॥ কাজীবাড়ী যাইতে হইলে তথা হ'তে। গঙ্গাপার বিনা
তথা না পারে যাইতে ॥ সন্ন্যাস-গমনে প্রভু নির্দয় হইয়া।
গঙ্গাপার হ'লেন নিদয়া ঘাট দিয়া ॥ সে হেতু নিদয়া-ঘাট প্রসিদ্ধি
তথায়। ওপারে জনম হলে পার-কথা নয় ॥ মায়াপুরে জন্মস্থানে
মন্দির নির্মাণে। জগন্নাথ সেবিত-মূর্ত্তি উঠে ভিত্তি হ'তে ॥
এথা জন্ম না হইলে সে মূর্ত্তি কেমনে। ভিত্তি হ'তে উঠিলেন
বিচারহ মনে ॥ অনেক প্রমাণ-বাক্য আছেয়ে তাহার। সকল

সংশয় যা'বে পা'বে চমৎকার ॥ মহত্তের বিরোধ ছাড়ি চরণে
শরণ । কমা চাহি নিজ হিত করহ সন্ধান ॥

ধাম-অপরাধ :—(১) ধাম-প্রদর্শক গুরুর অবজ্ঞা করিলে ।
(২) ধামবাসী, ভ্রমণকারী হিংসা আচরিলে ॥ (৩) শ্রীধামে
অনিতা বোধ করে যেই জন । (৪) ধামেতে বসিয়া বিষয়-কাৰ্য্যা-
নুষ্ঠান ॥ (৫) ধাম সেবাচ্ছলে নাম-মন্ত্ৰের প্রদান । বিগ্রহ-
প্রতিষ্ঠা-লাগি অর্থ উপার্জন ॥ (৬) পরিমাপ-যোগ্য, দেবতীর্থ,
দেশ সম । জড়জ্ঞান যে করয়ে অপ্রাকৃত ধাম ॥ (৭) অর্থ-উপার্জন-
লাগি বিগ্রহ-পূজন । ধাম-অপরাধ কভু না করে সজ্জন ॥
(৭) ধাম-সেবা-ছলে বিষয় সংগ্রহ করিলে । কীর্ত্তন, ভাগবৎপাঠে
অর্থ-উপার্জিলে ॥ তীর্থযাত্রা করে যেবা লয়ে যাত্রীগণ । ভোগ-
চরিতার্থ বা পরিবার পোষণ ॥ (৮) নবদ্বীপ বৃন্দাবনে করে ভেদ
জ্ঞান । (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র-নিন্দাদিশ্রবণ ॥ ১০।

ধাম-মাহাত্ম্যো সন্দেহ-মূলে অর্থবাদ । অথবা কল্পনা করে, দর্শন
অপরাধ ॥ দশ ধাম অপরাধ না জানে যে জন । দর্শন, পরিভ্রম,
বাস, করেন সেবন ॥ অপরাধ-ফলে ধাম কুপা না করিবে । পাপ
আর অপরাধে নরক লভিবে ॥ শ্রীধাম নবদ্বীপ ধাম চিত্রপ্রদর্শনী ।
প্রদর্শক-গ্রন্থে আছে সিদ্ধান্তের খনি ॥ ভীর্থের দর্শনবিধি নবম
পৃষ্ঠায় । প্রকাশিত হইয়াছে ঠাকুর-ভাষায় ॥ সাধুসঙ্গ, হরিকথা,
বিগ্রহ-দর্শন । দীনভাবে করিবেক বৈষ্ণব সেবন ॥

“বিস্তপাগ্নির্নসেবত রাজানং দেবতাঃশুরুম ।
যেচ্ছয়া চ প্রদাতব্যং ভব্যং কিঞ্চিৎ বিশেষতঃ ॥” গরুড়-
সংহিতা বাক্য পালিবে সর্বত্র । বিগ্রহদর্শনে দিবে প্রণামী
সাধামত ॥ কিন্তু ভেটপ্রথা যথা, তথা না যাইবে । পূণ্য কথা
দূরে থাক্ অপরাধ হবে ॥ ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত ।

